তারিখ ... 08 DEC 1991
পৃষ্ঠা ...

সন্ত্রাস বন্ধে সুস্থধারার ছাত্র আন্দোলনকে শক্তিশালী করুন

রবীন গুহ

বিগত স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রসমাজের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা দেশের অভিভাবকমহল তথা আপামর জনসাধারণের মাঝে ছাত্রআন্দোলন সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল। অভিভাবকরা ভেবেছিল স্বৈরাচারের পতনের পর শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসবে। কিন্তু সে আশায় গুড়ে বালি। দেশের ছাত্রদের একটা অংশ এখন সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত। দু'দল ছাত্রের সংঘর্ষ যেন প্রতিদিনকার রুটিনমাফিক ঘটনা। দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাস মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ছে। একের পর এক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। (ব্যাপারটা বোধহয় এমন– রিমোট কন্ট্রোল হাতে কারা যেন নব টিপছে আর ছাত্ররা সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে এবং সেই সাথে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো!)

স্বৈরাচারের পতনের পর দেশে অনুষ্ঠিত হয় এক ঐতিহাসিক নির্বাচন। এই নির্বাচনের পর একটি গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার কিছুদিন পর থেকেই এই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ শুরু হতে দেখা যায়। অবশ্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসের প্রেক্ষাপট একটু ভিন্ন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাসের হোতা হচ্ছে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রসংগঠন। নিজস্ব আধিপত্য বিস্তারের জন্য তারা এদেশের ছাত্রসমাজকে অন্ধকারে ঠেলে দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। (অবশ্য ছাত্ররা সন্ত্রাসের মাধ্যমেই হোক আর স্বাভাবিক কার্যক্রম দ্বারাই হোক সর্বাধিক আধিপত্য বিস্তারকারী সংগঠনকেই নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী করে!) এ দুটি ছাত্র সংগঠন একে অপরের বিরুদ্ধে সনাতনী কায়দায় যতই অভিযোগ উত্থাপন করুক না কেন, ছাত্র সমাজের বুঝতে মোটেও অসুবিধা হয় না যে তারা দু'দলই এই সন্ত্রাসের জন্য সমানভাবে অভিযুক্ত, দায়ী।

বিগত স্বৈরশাসনামলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসের জন্য স্বৈরাচারী সরকারকে দায়ী করা হত। এটা ঠিক যে, স্বৈরাচার সবসময়ই চায় যে ছাত্ররা বিভিন্ন অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকুক, দেশে কার্যকর কোন ছাত্র আন্দোলন গড়ে না উঠুক, সন্ত্রাসের কারণে অভিভাবক ও ছাত্রমহলে ছাত্ররাজনীতি সম্পর্কে একটা বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠুক, যাতে করে ছাত্ররা রাজনীতি বিমুখ থাকে, ছাত্ররা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় কোনো অবস্থান গ্রহণ করতে না পারে এবং সেই সুযোগে স্বৈরাচারী সরকার তার শাখা-প্রশাখা বিস্তারের মাধ্যমে স্বৈরশাসনের ভিতকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে।

এছাড়াও এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস সৃষ্টির সাথে সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনও জড়িত। সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকে, তবে সরকার কি অন্তত নিজের ছাত্র সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না? (এতে করেও সন্ত্রাস অনেকাংশে কমে যাবে) অবশ্যই পারেন। আর যদি বলেন যে পারেন না তবে প্রশ্ন জাগে নিজের সংগঠনকেই নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা না থাকে, তবে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সন্ত্রাসমুক্ত করবেন কি করে? অথচ সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠা করা প্রত্যেক সরকারেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং এ ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতার কথা আসবে।

অভিমত

দেশের অপর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় একটি মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনের মাস্তানবাহিনীর হাতে জিম্মি হয়ে কার্যতঃ অচল হয়ে আছে দীর্ঘ সময় ধরে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার যেমন দায়িত্বশীল ভূমিকা নেবেন, তেমনি বিরোধীদলেরও দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েই বিরোধী দল ক্ষান্ত– এটা আশাব্যঞ্জক নয়।

দেশের শিক্ষাঙ্গনে বিদ্যমান এই সন্ত্রাসের জন্য অনেকেই সমগ্র ছাত্র রাজনীতিকে দায়ী করছেন। আসলে সমগ্র ছাত্র রাজনীতি নয়, এর একটা অসুস্থ ও সন্ত্রাসী ধারাই সন্ত্রাসের জন্য দায়ী। কাজেই সুস্থ ধারার রাজনীতি শক্তিশালী হলে এই অবস্থা থেকে মুক্তি সম্ভব।

সুস্থ ধারার ছাত্র আন্দোলন সবসময়ই ছাত্রসমাজ তথা দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য ইতিবাচক সুফল বয়ে আনে। পক্ষান্তরে খুন, সন্ত্রাস, ছাত্রসংঘর্ষ, চর দখলের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখলের ইত্যাদির মাধ্যমে যে অশুভ ধারার ছাত্র আন্দোলন (এটা আসলে কোনো ছাত্রআন্দোলন বলা যায় না, স্বার্থান্বেষী উপর মহলের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা) তা বয়ে আনে চরম হতাশা আর অভিশপ্ত জীবন। সর্বশেষ কথা হিসেবে একটা কথা বলা যায়, এই অভিশপ্ত জীবন থেকে রক্ষা পেতে হলে, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ স্থায়ীভাবে নিরসন করতে হলে, ছাত্রসমাজের কাছে এখন অশুভ রাজনীতি ত্যাগ করে সুস্থ ধারার ছাত্রআন্দোলনকে শক্তিশালী করা ছাড়া অন্য বিকল্প নেই।

রবীন গুহ : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২১ হেমসেন লেইন, চট্টগ্রাম।